নাটোরের লালপুরের মোহরকয়া গ্রাম ও পাবনার ঈশ্বরদী থেকে গত মঙ্গলবার কষ্টিপাথরের শিব-পার্বতীর দুটি যুগল মূর্তি উদ্ধার করে র‍্যাব-৫। এ সময় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাব জানিয়েছে, মূর্তি দুটির মূল্য দেড় কোটি টাকা হবে ● লেখা ও ছবি লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি

হেরোইনের দাম নির্ধারণ নিয়ে কারসাজি

গোলাম মর্তুজা ●

হেরোইন বা এজাতীয় মাদক ধরা পড়লেই এগুলোর প্রতি কেজির দাম ধরা হয় এক কোটি টাকা। গত দুই বছরে হেরোইন উদ্ধারের পর থানায় দায়ের করা মামলাগুলোতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতি কেজির দাম ধরা হয়েছে এক কোটি টাকা। কিন্তু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, বাংলাদেশে যে মানের হেরোইন ধরা পড়ে, তার বাজারদর সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা।

বিডিআর, কোস্টগার্ড, শুল্ক বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বড় কোনো চোরাচালান দ্রব্য উদ্ধার করলে সেগুলোর মোট দামের একটা অংশ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পুরস্কার হিসেবে পান। হেরোইন উদ্ধারের ক্ষেত্রেও এই পুরস্কার পেয়ে থাকেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। পুরস্কারের অঙ্ক বাড়াতেই প্রতিবার হেরোইন বা কোকেনজাতীয় মাদক উদ্ধারের পর প্রতি কেজির দাম বাড়িয়ে এক কোটি টাকা ধরা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে হেরোইনের দাম প্রতি গ্রাম ৫৯ থেকে ৭০ ডলার। আর যুক্তরাজ্যে প্রতি গ্রাম হেরোইনের দাম ২৫ থেকে ৪০ পাউন্ড। টাকার অঙ্কে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি কেজি হেরোইনের দাম ৪২ লাখ থেকে ৪৯ লাখ টাকা। আর যুক্তরাজ্যে প্রতি কেজি হেরোইনের দাম সাড়ে ২৫ লাখ থেকে ৪০ লাখ ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত। ওই দুই দেশে বিক্রীত হেরোইনের বিশুদ্ধতা ২৫ থেকে ৬০ শতাংশ। বাংলাদেশে এই বিশুদ্ধতা ৫ শতাংশেরও কম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা, ঠাকুরগাঁও ও চট্টগ্রামের কয়েকজন মাদকাসক্ত জানিয়েছেন, 'এক পুরিয়া' হেরোইনের দাম অঞ্চলভেদে ৫০ থেকে ১৫০ টাকা। এ দামের মধ্যে 'ছোট পুরিয়া' ও 'বড় পুরিয়া' বলে বিক্রি করা হয়। এক পুরিয়ায় এক থেকে ১০ গ্রাম পর্যন্ত হেরোইন থাকে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

সর্বনিম্ন হিসাবে এক পুরিয়ায় যদি এক গ্রাম হেরোইনও থাকে, তাহলে প্রতি কেজি হেরোইনের দাম হয় ৫০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা। আর এক কেজি হেরোইনের দাম এক কোটি টাকা হলে এক গ্রামের দাম ১০ হাজার টাকা। অর্থাৎ এক পুরিয়া হেরোইন কিনতে ১০ হাজারের বেশি টাকা ব্যয় করতে হতো মাদকাসক্তদের।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক আবু তালেব *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশে যে হেরোইন আসে বা যেগুলো সচরাচর উদ্ধার করা হয়, তার প্রতি কেজির দাম কোনো হিসাবেই পাঁচ লাখ টাকার বেশি নয়। হেরোইন যখন তৈরি হয়, তখনই এর শুদ্ধতা থাকে ৭০ শতাংশের মতো। এরপর যতবার হাত বদল হয়, ততবারই ভেজাল মেশানো হয়। ইউরোপ-আমেরিকায় বিক্রি হওয়া হেরোইনের শুদ্ধতার হার বেশি। সেগুলোর দাম বেশি হওয়া সত্ত্বেও টাকার হিসাবে এক কোটি টাকা নয়। আর বাংলাদেশে মূলত ভারত থেকে হেরোইন আসে। ভারতে হেরোইনের শুদ্ধতার মান গড়ে ৫ শতাংশ। সেই হেরোইন বাংলাদেশে আসতে আসতে তাতে আরও ভেজাল মেশানো হয়। ফলে শুদ্ধতার হার আরও কমে যায়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আরেকজন কর্মকর্তা জানান, ৫০ হাত ঘুরে বাংলাদেশে আসে হেরোইন। ফলে এর শুদ্ধতার হার কমে যায়।

অধিদপ্তরের ঢাকা মহানগর উপ-অঞ্চলের উপপরিচালক মজিবুর রহমান পাটোয়ারি *প্রথম আলোকে* বলেন, হেরোইন নিষিদ্ধ দ্রব্য। তাই এর মূল্য নিরূপণ করা জটিল।

গত মঙ্গলবার রাতে ১৯ কেজি ৭০০ গ্রাম সাদা-দানাদার পাউডারসহ ভারতীয় (তামিল) ইলামুরুগু মারোখামুতুকে (২৮) আটক করেন শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তারা। পরে সেই পাউডারগুলোকে 'হেরোইন' উল্লেখ করে বৃহস্পতিবার ভোরে বিমানবন্দর থানায় একটি মামলা করা হয়। ওই মামলায় প্রতি কেজি 'হেরোইনের' দাম ধরা হয়েছে এক কোটি টাকা। সেই হিসাবে মামলায় মোট উদ্ধারকৃত বস্তুর দাম লেখা হয়েছে 'অনুমান ২০ কোটি টাকা'।

ওই 'হেরোইনে'র দাম কীভাবে নিরূপণ করা হলো—এ প্রসঙ্গে শাহজালাল বিমানবন্দরের শুল্ক বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক শামসুল ইসলাম খান বুধবার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এর আগে যত হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই প্রতি কেজির দাম উল্লেখ করা হয়েছে এক কোটি টাকা। আমরাও সেই হিসাবে দাম ঠিক করেছি।'

ভেড়া ও রামছাগল আমদানি হবে

আশিস সৈকত ●

অস্ট্রেলিয়া থেকে উন্নত জাতের এক হাজার ভেড়া আর ভারতের রাজস্থান থেকে এক হাজার রামছাগল আমদানি করা হবে।

এরপর সরকার উন্নত মানের মহিষও আমদানি করবে। এর মধ্যে অর্ধেক হবে স্ত্রী প্রজাতির আর অর্ধেক পুরুষ প্রজাতির।

আমদানি করা এসব ভেড়া, রামছাগল আর মহিষ সরকারি প্রজননকেন্দ্রে রাখা হবে। এরপর এখান থেকে উন্নত জাতের পশু সারা দেশে পাঠানো হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় রামছাগল আর ভেড়া আমদানির কাজ আগামী মাসেই শুরু করবে বলে জানা গেছে। এরপর মহিষ আমদানির প্রক্রিয়া শুরু হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আবদুল লতিফ বিশ্বাস এ ব্যাপারে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দেশে মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য উন্নত জাতের ভেড়া, ছাগল ও মহিষ আমদানি করে বাংলাদেশে প্রজনন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উন্নত প্রজাতির এসব ভেড়া, ছাগল ও মহিষ পালন কৃষকদের জন্যও লাভজনক হবে।'

এর ফলে দেশে মাংসের ঘাটতি মেটানোর পাশাপাশি কম সময়ে কৃষকদের বেশি উপার্জনের পথও তৈরি হবে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

জানা গেছে, গত ১৭ অক্টোবর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি দেশে ক্রমবর্ধমান মাংসের চাহিদা মেটাতে উন্নত জাতের ভেড়া ও রামছাগল আমদানির সুপারিশ করে। ওই কমিটির সভায় ছয় মাসের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছিল।

বৈঠকে মন্ত্রণালয় থেকে আরও জানানো হয়, রামছাগল ও ভেড়ার পাশাপাশি সরকার উন্নত প্রজাতির মহিষও আমদানি করবে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি অলি আহমদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অস্ট্রেলিয়াতে উন্নত প্রজাতির ভেড়া এবং রাজস্থানে উন্নত প্রজাতির রামছাগল পাওয়া যায়। সে কারণেই এ দুটি বিশেষ এলাকা থেকে এসব পশু আমদানির সুপারিশ করা হয়েছিল। যত দ্রুত সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে ততই লাভ হবে।'